কালের কণ্ঠ

তারিখ 17 FEB 2014
পৃষ্ঠা 16 কলাম 6

অবৈধ ব্যবসার সহযোগী কিশোরগঞ্জের শিক্ষকরা

এবার ২৯ কোটি টাকার গাইড বই বাণিজ্য

নাসরুল আনোয়ার, হাওরাঞ্চল ▶

'হাফেজ আবদুর রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ। পাঠ্য তালিকা ২০১৪'। এই পাঠ্য তালিকা নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা যাচ্ছেন লাইব্রেরিতে। কিনে আনছেন অননুমোদিত নোট ও গাইড বই। প্রেসে ছাপিয়ে ওই তালিকা ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ রকম তালিকা দেওয়া হয়েছে জেলার প্রায় সব উচ্চ বিদ্যালয়ে।

অভিযোগ রয়েছে, এসব বই পাঠ্য করাতে প্রকাশনা সংস্থাগুলো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লাখ লাখ টাকা ঘুষ দেয়।

কিশোরগঞ্জের লাইব্রেরিগুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ঝলক, মৌসুমী, পপি, অ্যাটম, আদিল ব্রাদার্স, পৃথিবিনিলয়, অনুপম, জুপিটার, পাঞ্জেরী, নবদূত, লেকচার প্রভৃতি প্রকাশনা সংস্থার নোট ও গাইড বই পাওয়া যায়।

বইয়ের দোকানিরা জানান, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর প্রতিটি শিক্ষার্থী পাঠ্য বইয়ের বাইরে বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার ও গাইড বই মিলিয়ে এক থেকে দুই হাজার টাকার বই ক্রয় করে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, চলতি বছর কিশোরগঞ্জের ১৩টি উপজেলার ২৫৩টি উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীতে পড়ছে এক লাখ ৯২ হাজার পাঁচজন শিক্ষার্থী। প্রতি শিক্ষার্থীকে গড়ে দেড় হাজার টাকা নোট-গাইড কিনতে হবে। এ হিসাবে এবার কমপক্ষে ২৮ কোটি ৮৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকার অতিরিক্ত বই বিক্রি হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষকরা জানান, জেলার প্রায় আড়াইশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রকাশনা সংস্থাগুলো প্রতিবছর অলিখিত চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে দেড় লাখ টাকা অনুদান (ঘুষ?) দেওয়া হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বছরের শুরুতে নোট ও গাইড বই পাঠ্য করানোর বিনিময়ে পাওয়া অনুদানের টাকায় জেলার সর্বত্র শিক্ষা সফরের নামে প্রমোদ বা আনন্দ ভ্রমণ শুরু হয়ে গেছে। বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সফরের প্রস্তুতি চলছে। এ ছাড়া কোনো কোনো উপজেলায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একযোগে বন্ধ রেখে কথিত শিক্ষা সফরে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে।

গত সপ্তাহে বাজিতপুর উপজেলার সরারচর শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় দুই দিন বন্ধ রেখে প্রমোদ ভ্রমণে কক্সবাজার যান প্রতিষ্ঠানপ্রধানসহ ২৪ জন শিক্ষক। নামে শিক্ষা সফর হলেও এ সফরে কোনো শিক্ষার্থী ছিল না। স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে, আদিল ব্রাদার্স ওই সফরের খরচ জুগিয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক মুখ খুলতে নারাজি প্রকাশ করেছেন।

সর্বশেষ ২০০৯ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সহায়ক পাঠ্য বইয়ের যে তালিকা প্রকাশ করে তার মুখবন্ধে বলা হয়, 'যদি তালিকার বাইরে কোনো অননুমোদিত বই কোনো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঠ্য করে, তাহলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অর্ডিন্যান্স ও সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি অনুযায়ী ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' এ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক পরিপত্রেও একই নির্দেশনা দেওয়া হয়। ২০০৯ সালে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে গাইড বা নোট বই নিষিদ্ধ করে।

এ প্রসঙ্গে এক শিক্ষক বললেন, 'অপ্রয়োজনীয় নিম্নমানের এসব বই পাঠ্য করার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। ব্যাহত হচ্ছে মেধার বিকাশ।'

নাম প্রকাশ না করে কয়েকজন শিক্ষক জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ছাড়াও শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে অবৈধ নোট ও গাইড বই পাঠ্য করা হচ্ছে। অতি মুনাফালোভী প্রকাশকরা প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং সেন্টারের মাধ্যমেও এসব বই পাঠ্য করায়।

মৌসুমী ও ঝলক প্রকাশনীর প্রকাশক আবদুল মতিন জানান, এবার নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী কিছু নোট বই তিনি প্রকাশ করেছেন। জেলার কটিয়াদী উপজেলার ২৯টি উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর বই পাঠ্য করা হয়েছে। তবে নোট বই পাঠ্য করাতে ঠিক কত টাকা অনুদান (ঘুষ?) হিসেবে শিক্ষকদের দেওয়া হয়েছে তা তিনি বলতে পারছেন না। তাঁর পরিবেশকরা এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন।

হাফেজ আবদুর রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শরীফুল ইসলাম ছাপানো নোট বইয়ের তালিকা ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেন, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।' প্রধান শিক্ষক হয়েও এ বিষয়ে কিছু না জানার কারণ কী? এ প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি।

কিশোরগঞ্জ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হারুন-অর-রশিদ সরকার বলেন, নোট ও গাইড বই পাঠ্য করার ক্ষেত্রে সরকারের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না পাওয়ায় ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।